অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল
দ্বিতীয় সংস্করণ
www.samakal.net
রোববার ২৩ এপ্রিল ২০১৭ ১০ বৈশাখ ১৪২৪ ২৫ রজব ১৪৩৮, রেজি. নং ডিএ ৪০৬৪, বর্ষ ১৩ সংখ্যা ৩৩

'এ-কার্ডে' সহজে ঋণ পাচ্ছেন কৃষক

■ সমকাল প্রতিবেদক

দেশের দক্ষিণাঞ্চলের কয়েকটি জেলার কৃষকরা এখন সময়মতো খুব সহজেই প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ কিনতে পারছেন। এতে কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রাখা সহজ হয়ে উঠেছে। তাদের এ সুযোগ করে দিয়েছে 'এ-কার্ড'। নগদ ঋণের পরিবর্তে এ কার্ড দিয়ে তারা বীজ, সার, কীটনাশক ও জ্বালানি তেলের মতো কৃষিপণ্য কিনতে পারছেন নির্ধারিত বিক্রেতাদের কাছ থেকে।

ইউএসআইডির এগ্রিকালচার এক্সটেনশন সাপোর্ট অ্যাক্টিভিটি (এইএসএ) প্রকল্পের আওতায় 'এ-কার্ড'-এর মাধ্যমে এমন সুবিধা পাচ্ছেন ফরিদপুরের দুই উপজেলা ও দক্ষিণাঞ্চলের অন্যান্য জেলার কৃষকরা। বিশেষ এ কার্ডের ঋণ গ্রহীতারা অর্থ পরিশোধের ছয় মাস সময়সীমা শেষ হওয়ার একদিন আগেও সমুদয় ঋণ পরিশোধের সুযোগ পেয়ে থাকেন।

এ প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছে ঢাকা আহছানিয়া মিশন। এর এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে ব্যাংক এশিয়া। সার্বিকভাবে এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে সহায়তা দিচ্ছে কেয়ার বাংলাদেশ, এমপাওয়ার ও এমস্টার-এফএইচআই-৩৬০। ফরিদপুরে প্রকল্প বাস্তবায়নে এনজিওর দায়িত্ব পালন করছে সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (এসডিসি)।

প্রকল্প এলাকায় বর্তমানে প্রায় ৫শ' কৃষক এ ঋণ সুবিধা ভোগ করছেন। কৃষকদের নিজ নিজ ব্যাংক হিসাবে ঋণের ১০ হাজার থেকে ২০ হাজার টাকা গচ্ছিত থাকে, যা দিয়ে তারা নির্ধারিত এজেন্টের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ কিনে থাকেন। এ প্রসঙ্গে ব্যাংক এশিয়ার ডিএমডি মো. জহিরুল আলম বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষিঋণ প্রকল্পের আওতায় তাদের ব্যাংক কৃষকদের মাঝে এ ঋণ বিতরণ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে তাদের সহায়তা দেয় এসডিসি ও এনজিওগুলো। তারা প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে এই কার্ড বিতরণে সহায়তা করে।

'এ-কার্ড' মডেলের উদ্ভাবক ও মূল পরিকল্পনাকারী ইউএসআইডির (এগ্রিকালচার এক্সটেনশন সাপোর্ট অ্যাক্টিভিটি-এইএসএ) চিফ অব পার্টি (সিওপি) বিদ্যুৎ কুমার মহলদার বলেন, দেশের প্রান্তিক পর্যায়ে ব্যাংকিং সুবিধাবঞ্চিত ক্ষুদ্র কৃষকদের স্বার্থের বিষয়টি বিবেচনা করে 'এ-কার্ড' প্রচলন করা হয়েছে। এতে প্রান্তিক ক্ষুদ্র ও মাঠ পর্যায়ের কৃষকরা দেশের প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে থাকেন।